দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল ও কিছু কথা

দীর্ঘ পাঁচ মাস পর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গত ১৪ ডিসেম্বর শুধু আলিম ও ফাজিল বিজ্ঞান গ্রুপের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন। আবার তার ছ'দিন পর অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বের আলিম, ফাজিল ও কামিল সাধারণ গ্রুপের ফলাফল প্রকাশ করলেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে এ ধরনের তারতম্য আমাদেরকে আরও বেশী হতাশ করেছে। কারণ, সকেলেরই এটা প্রত্যাশা যে, একই সাথে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার সকল গ্রুপের ফলাফল প্রকাশিত হবে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কাজটা করলেন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। অতীতেও এমনটি হয় আসছে। পরীক্ষার ফলাফল বিলম্বে প্রকাশ করাতে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে অন্যান্য মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন পরীক্ষার মার্কসীট পেতে দেরী হয়। তাছাড়া ভর্ত পরীক্ষার জন্য ভাল করে প্রস্তুতি নেয়ার আগেই ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়।

আমাদের প্রশ্ন হলো, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তার কার্য ক্ষেত্রে এত দুর্বল কেন? কাজের ক্ষেত্রে এত মন্থরগতি কেন? তা আমরা আজও বুঝতে পারিছ না। কারণ মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের তাদের কাজের ক্ষেত্রে বহু অন্তরায় হয়ে আছে। আমরা সুস্পষ্টভাবে একথা বলতে পারি যে দেশে একাধিক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড না থাকার কারণেই কোন কাজই সুন্দর এবং সময় মোতাবেক হচ্ছে না। যেমন সময় মোতাবেক পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, নকল প্রবণতা দরীকরণ, নাম রেজিঃ ও ফরম পূরণ ইত্যাদি কার্যাদি সঠিকভাবে সময় মোতাবেক হয় না। বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এখানে প্রায় দশ কোটি মুসলমানের বসবাস। তাই এই দেশে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। সে জন্য প্রয়োজনের তাগিদে একথা নির্দ্বিধায় বলতে হয় দেশের প্রত্যকটি মানুষকে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয় উত্তোরত্তর বৃদ্ধিই পাবে, তা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব, এ সমস্যা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন আমাদের চরিত্র গঠনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার। আর সে শিক্ষা হবে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ধর্মীয় বা মাদ্রাসা শিক্ষা যাতে যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধিশালী হয়, সেদিকেই নজর দিতে হবে গুরুত্বসহকারে।

কেননা, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সিলেবাস ভিত্তিক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কা হয়েছে তা এ যুগের চাহিদা মেটাতে মোটেও সক্ষম নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি তা নিম্নরূপ। (১) কোরআন, সুন্নাহ ভিত্তিক সার্বিক বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন। (২) যুগোপযোগী সিলেবাস নির্ধারণ। (৩) উন্নতমানের পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ। (৪) নকল প্বরণতা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদকরণ। (৫) একাধিক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন। (৬) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। (৭) প্রতি জেলায় সরকারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং (৮) ধর্মীয় শিক্ষা খাতে বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

আর তাহলেই এদেশে দ্বীনি শিক্ষার ঐতিহ্য ও মর্যাদা পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম ফারুকী

স্কুল সরকারীকরণের আবেদন

টেকনাফ উপজেলার অধীন ৫নং সাবরাং ইউনিয়নের অন্তর্গত শাহপরীর দ্বীপ মাঝেরপাড়া একটি অনুন্নত এলাকা। এ এলাকার জনসাধারণের সহযোগিতায় গত ১ জানুয়ারী ১৯৮৪ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে। উক্ত বিদ্যালয়ে ২০০ ছাত্র-ছাত্রী ও ৪জন শিক্ষক। বিদ্যালয়টি বর্তমানে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্য তথা সরকারীকরণ করার জন্য উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

—আবদুস ছালাম,
শাহপরীর দ্বীপ মাঝেরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ডাকঘরঃ শাহপরীর দ্বীপ,
উপজেলাঃ টেকনাফ, কক্সবাজার।